মূল্যবোধ

সাধারণ ভাবে মূল্যবোধ কথাটির অর্থ এভাবে বলা যায়, কোন কিছুর মূল্য সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করা। তবে সামগ্রিকভাবে মূল্যবোধ বলতে বোঝায় সততা, সত্যবাদিতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, কঠোর পরিশ্রম, কথা দিয়ে কথা রাখা, অনেকে মিলে কাজ করার মানসিকতা, নিয়মানুবর্তিতা এই রকম কিছু গুণ জীবনচর্যার মধ্যে আরোপ করা। এই গুণগুলির নিত্য অনুশীলন দরকার খুব ছোটবেলা থেকেই। সেভাবে চললে সকলের আস্থা অর্জন করা যায়। ফলে পরিবারের একজন ভালো সদস্য হওয়া যায়, একজন ভালো বন্ধু হওয়া যায়, ভালো ছাত্র বা ছাত্রী হওয়া যায়, ট্রেনে বাসের ভালো যাত্রী হওয়া যায়, অফিসের ভালো কর্মী হওয়া যায়, সংসারে ভালো স্বামী বা স্ত্রী হওয়া যায়, একজন ভালো বাবা বা মা হওয়া যায়, সর্বোপরি দেশের একজন ভালো নাগরিক হওয়া যায়। খুব শৈশব থেকেই আমাদের জীবনের সর্বস্তরে যে সংযম-সাধনার প্রয়োজন তা বোঝানোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল বাবা-মা, দাদা-দিদি ও প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের। তাঁদের জীবনচর্যার মধ্যে যদি মূল্যবোধ তেমন করে প্রভাব না ফেলে তাহলেই সমূহ বিপদ। যারা এখনও ছোট তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরাই এখন কঠিন বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

বাড়ির নোংরা পরিস্কার করে আমরা রাস্তায় ফেলছি। দোকানদার দোকান পরিস্কার করে রাস্তায় ফেলছেন। আমাদেরকে কেউ শিখিয়ে দিচ্ছেন না যে রাস্তাটাও পরিস্কার রাখার দায়িত্ব আমাদেরই এবং অভিভাবকরা যদি তাঁদের নিজেদের আচরণেও সেটাই প্রমাণ করেন তাহলে সমাজ সম্বন্ধে আমাদের মূল্যবোধ পাল্টে যায়। তেমনি যখন স্কুলে যাচ্ছি তখন যদি আমাদের অভিভাবকরা এটাই বোঝান যে স্কুল আমার আর একটা বাড়ি, তাকে সুন্দর রাখার দায়িত্ব আমারও। আমার সম্মানে স্কুলের সম্মান, যদি বোঝান যাঁদের কাছে শিখতে যাচ্ছি তাঁরা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়। যাদের সাথে শিখতে যাচ্ছি তারা আমার পরম বন্ধু। তাদেরকে প্রয়োজনে খাতা-পেন দিয়ে বা নিজের টিফিন দিয়ে বা কোন বন্ধুর কোন বিপদ হলে প্রাণপণ সহযোগিতা করা উচিত। তবে স্কুল সম্পর্কে মূল্যবোধটা বদলে যায়।

তাই যারা এখনও বয়সে, বুদ্ধিতে ও অভিজ্ঞতায় ছোট আছে তাদের জীবনের সর্বস্তরে মূল্যবোধকে জাগিয়ে দিতে হবে। বাবা-মা সম্পর্কে মূল্যবোধ হওয়া চাই। বাবা-মা আমাদের কত স্নেহ করেন তা যদি বুঝতে পারি তবে বাবা-মায়ের প্রতি আমাদের কত কর্তব্য আছে তা সহজেই বুঝতে পারব। সমাজ সম্পর্কে মুল্যবোধ হওয়া চাই - সমাজে বিভিন্ন জিনিসের দোকানদার, গাড়ীর চালক, ধোপা, নাপিত, ঝাড়ুদার, রাজমিস্ত্রি, কাঠের মিস্ত্রি, ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি, গ্রিলের মিস্ত্রি, কলের মিস্ত্রি, রঙের মিস্ত্রি, গাড়ী সারানোর মিস্ত্রি, বাদ্যযন্ত্রের মিস্ত্রি, পোষাক তৈরির মিস্ত্রি, শস্য ও শব্জি চাষ করার জন্য মজুর, পড়াশোনা, নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক, ছবি আঁকা, যোগাসন-প্রাণায়াম, ক্যারাটে, সাঁতার, বিভিন্ন খেলা ও শরীরচর্চা ইত্যাদি শেখানোর শিক্ষক, মনের আনন্দের জন্য বিভিন্ন ধরণের সংগীত শিল্পীর গান ও বাজনা, জ্ঞান আহরণের জন্য বিভিন্ন ধরণের লেখকের রচিত বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ, বিভিন্ন ধরণের গান-বাজনা ও গ্রন্থের প্রকাশক, ডাক্তার, নার্স, উকিল, পুলিশ, পাহারাদার ও বহু মানুষের সহযোগিতা নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি। এসব চিন্তা করলে সমাজের প্রতি আমাদের মূল্যবোধ জাগবে এবং সমাজের প্রতি আমাদের যে কিছু কর্তব্য আছে তা আনায়াসেই বুঝতে পারব।

এছাড়া দেশের রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সুষ্ঠুভাবে বাঁচবার জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাস্তা, রেল লাইন, বিভিন্ন ধরণের যানবাহন, হাসপাতাল, নিরাপত্তার জন্য বহু ধরণের রক্ষীবাহিনী, বিচার-ব্যবস্থা, দেশের সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা, দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন জিনিসপত্র সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা ও বহু ধরণের ব্যবস্থা করেন। দেশের প্রয়াত মহামানবেরা আমাদেরকে ভাল হতে অনুপ্রাণিত করেন। এ জন্য আমরা দেশের কাছে ঋণী। এটা ভেবে দেখলেই দেশের জন্য কিছু করা যে দরকার

তা অনুভব হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাতে আমরা অর্থের বিনিময়ে পাই তার জন্য যেসব শিল্পপতিরা বিভিন্ন অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী করছেন এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খুব দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে দিচ্ছেন এবং যেসব শিল্পপতিরা বিভিন্ন দেশ থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদেরকে সরবরাহ করছেন তাঁদের প্রতি আমাদের প্রতিদিন কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। যেহেতু দেশ ও বিদেশের বহু সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতিনিয়ত সেবা করে চলেছেন নিঃস্বার্থভাবে, তাই তাঁদের কাজে আমাদেরও সহযোগিতা করা উচিৎ এবং এই কাজে ছোট্ট একটি স্কুলের ছাত্র বা ছাত্রীও সাহায্য করতে পারে। এছাড়া যেসব ধর্মীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মানুষের আত্মিক কল্যাণে নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছেন তাঁদের ভূমিকা আমাদের জীবনে কিছু কম নয়, কারণ মানুষের মানসিকতাই যদি সুন্দর না হয় তাহলে বেঁচে থাকাটাই বৃথা হয়ে যায়। এসব যদি আমরা একটু ভাবি তাহলে দেশ সম্বন্ধে আমাদের মূল্যবোধ জাগে এবং খুব বোঝা যায় দেশের জন্য আমাদের কর্তব্য আছে।

বহু দেশ আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেন, কেউ শিক্ষা দিয়ে, কেউ গবেষণায়, কেউ কল-কারখানা- সেতু নির্মাণের প্রযুক্তি দিয়ে, কেউ দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র, যুদ্ধবিমান ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করেন। দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত কিছুই যেহেতু বিদেশ থেকে আমাদের কিনতে হয়, তাই বিদেশি সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়বে। তেমনি আরব থেকে পেট্রোলিয়াম আসা বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের জনজীবনও স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাই শুধু নিজের দেশ নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথেও সুসম্পর্ক রেখে চলা উচিৎ এবং বিপদে-আপদে সাধ্যমত সাহায্য করা উচিৎ।

সব শেষে বলি, যাঁর ইচ্ছায় জগৎ-সংসারের সৃষ্টি হয়েছে, যিনি বাবা-মায়ের অন্তরে স্নেহ দিয়েছেন, বেঁচে থাকার জন্য জল, আলো, বাতাস দিয়েছেন, কত কিছু আনন্দের উপকরণ সাজিয়ে রেখেছেন তাঁকে মনে রাখব না? তাঁকে ভালবাসব না? শিল্পীকে ভালো না বেসে যদি শুধু তাঁর শিল্পকেই ভালোবাসি তাহলে ন্যায্য হয় না, ভালোবাসাটা সম্পূর্ণ হয় না. তেমনি প্রথমে ঈশ্বরকে ভালোবেসে তারপর তাঁর সৃষ্ট জীব জেনে মানুষ ও সমস্ত প্রাণীকেই ভালবাসা উচিৎ। তবে শুধু প্রাণীদেরকেই নয় গাছ-পালা পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা সমগ্র সৃষ্টিটাকেই ভালোবাসা উচিৎ; কারণ সবার সহযোগিতাতেই আমাদের অস্তিত্ব। যদি সবার প্রতি আমাদের মূল্যবোধ জাগে, তাহলে সবাইকে আমরা ভালোবাসতে শিখব এবং আমাদের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

** চেতন সেবাশ্রম সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত